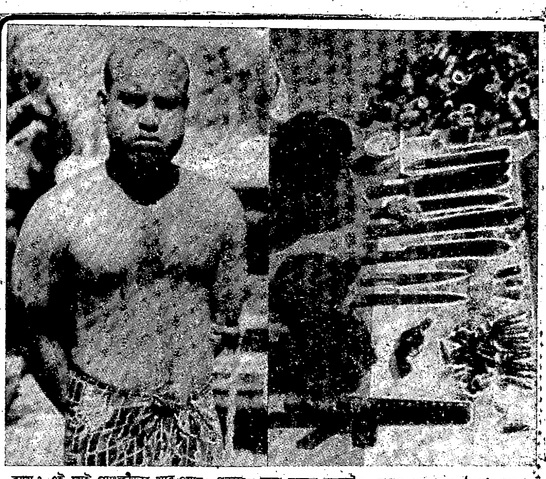

বামে: এই সেই গ্যাংলীডার সারওয়ার। গতকাল ঢাকা কলেজ হোস্টেল থেকে এলাকার 'ত্রাস' বলে চিহ্নিত এই অছাত্র অস্ত্রধারীকে গ্রেফতার করা হয়।
ডানে: উদ্ধারকৃত অস্ত্রশস্ত্র। এর মধ্যে আছে বিভিন্ন সাইজের ছোরা, ড্যাগার, একটি স্টেনগান, একটি পিস্তল, বুলেট, জর্দার কৌটায় ভরা বোমা, পটকা বিস্ফোরক—অস্ত্রধারীদের ব্যবহৃত পরচুলা ও একটি ফেল্ট হ্যাট দেখা যাচ্ছে।
—দৈনিক বাংলা

# কলেজ ছাত্রাবাস থেকে বহিরাগত গ্রেফতার: বিপুল অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার

(স্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকা কলেজের বিভিন্ন হোস্টেলে মঙ্গলবার ভোররাতে আড়াই ঘন্টা অভিযান চালিয়ে পুলিশ লালবাগ ও ধানমন্ডি এলাকার ত্রাস সারোয়ার ও তার ১৬ জন সহযোগীকে গ্রেফতার করেছে। উদ্ধার করেছে প্রচুর গোলাবারুদসহ বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রশস্ত্র।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা শাখার ডিসি জনাব মাহমুদ আল ফরিদের নেতৃত্বে এই অভিযানে অংশ নেয় ডিএমপির রায়ট কন্ট্রোল ডিভিসন, এস এস এফ ও ধানমন্ডি পুলিশসহ প্রায় ... প্লাটুন পুলিশ। মঙ্গলবার রাত তিনটায় এই অভিযান শুরু হয়

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

এই গাড়িটি গ্যাংলীডার সারওয়ার ব্যবহার করতো। গতকাল ঢাকা কলেজের সামনে গাড়িটি ভঙচুর করে জ্বালিয়ে দেয়া হয়।



## বিপুল অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার

(১-এর পৃঃ পর)

এবং শেষ হয় সকাল সাড়ে পাঁচটায়।

হোস্টেলের বিভিন্ন রুম থেকে উদ্ধারকৃত অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে রয়েছে ১টি দেশী স্টেনগান, এসএমজির ২২ রাউন্ড, এসএলআর-এর ১৫ রাউন্ড, রাইফেলের ৮ রাউন্ড, পয়েন্ট ২২ বোরের ৫ রাউন্ড, শটগান কার্টিজ ৩ রাউন্ড, ও চাইনিজ এসএমজির ৩ রাউন্ড গুলি, ককটেল ৫১টি, ৪টি চাপাটি ২টি ড্যাগার, ১টি খেলনা পিস্তল, ১টি ক্ষুর, ১শ ২০টি টিনের কৌটা (ককটেল তৈরির জন্যে ব্যবহৃত), কিছু গন্ধক পাউডার ও কয়েকটি পাথরের টুকরা, ১টি কালো ফেল্ট ক্যাপ, ২টি পরচুলা ও ১টি নানচাকু। বিভিন্ন দুষ্কর্মের জন্যে সারোয়ারের গ্রুপ এই অস্ত্রসম্ভার ব্যবহার করতো।

লালবাগ ও ধানমন্ডি এলাকায় ত্রাস সৃষ্টিকারী সারোয়ার ও তার সাঙ্গপাঙ্গোরা দীর্ঘদিন ধরে জড়িত রয়েছে বিভিন্ন ডাকাতি, রবারী, ছিনতাই, রাহাজানি ও খুনের সঙ্গে।

সারোয়ার ১৫টি বিচারাধীন মামলার আসামী। এছাড়াও লালবাগ ও ধানমন্ডি থানায় তার নামে ৭টি মামলা রয়েছে।

তার দলবল সম্প্রতিকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও আশপাশের এলাকায় ছিনতাই, রাহাজানি ও বোমাবাজির সঙ্গে জড়িত বলে পুলিশ জানিয়েছে।

ঢাকা কলেজের নিরীহ ছাত্রদের অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে মারধোর ও অত্যাচার করে হোস্টেলের বিভিন্ন রুমে সারোয়ারের দল খুলে বসেছিল সমাজবিরোধী কার্যকলাপের আড্ডা। ঢাকা কলেজের আশপাশের দোকানপাট থেকে তারা আদায় করতো চাঁদা। এলাকার হোটেল রেস্তোরাগুলো ছিল তাদের অত্যাচারের অন্যতম লীলাক্ষেত্র। অথচ অস্ত্রের ভয়ে তাদের বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুলতে সাহস পেতো না।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, লালবাগ এলাকায় তাড়া খেয়ে সারোয়ার ও তার সঙ্গীরা ঢাকা কলেজ হোস্টেল এলাকায় আস্তা গেড়ে বসেছিল।

ঢাকা কলেজের আশপাশের এলাকার রেস্তোরা মালিকদের অভিযোগ, সারোয়ারের গ্রুপের বিনিপয়সায় মোরগ-পোলাও খাওয়া ছিল নৈমিত্তিক ব্যাপার।

ঢাকা কলেজের উত্তর ছাত্রাবাসের ...শ ছাত্ররা গতকাল এক প্রেস ...তে অভিযোগ করে প্রায় ... আগে সারোয়ার ও তার ...ত্রর মুখের এই হোস্টেলে অবস্থান নেয়। তাদের সমাজবিরোধী কার্যকলাপে ছাত্রদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। ছাত্ররা পুলিশের অভিযানকে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে অভিনন্দন জানিয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে উদ্ধারকৃত অস্ত্রশস্ত্রের অধিকাংশই পাওয়া যায় উত্তর ছাত্রাবাসের ১১১ নং রুম থেকে।

রাত তিনটায় এলাকা ঘেরাও করে অভিযান চালিয়ে পুলিশ সারোয়ারকে প্রথম গ্রেফতার করে। পরে তার জবানবন্দী অনুযায়ী বিভিন্ন হোস্টেল থেকে আরো ১৬ জনকে গ্রেফতার করে। এর মধ্যে রয়েছে ১। লুৎফর রহমান, ২। আজিম শিকদার, ৩। রবিউল আলম নিপু, ৪। সালাউদ্দিন, ৫। মোফাখখারুল ওরফে রতন, ৬। হাসনাত জামান, ৭। আলতাফ হোসেন, ৮। খোকন, ৯। দেলোয়ার হোসেন দিলু, ১০। মোঃ শরিফ, ১১। সাত্তার, ১২। নুরুজ্জামান, ১৩। মোঃ সালাহউদ্দিন ওরফে আলাউদ্দিন, ১৪। চান মিয়া ১৫। সয়ফর আলী ও ১৬। সেলিম রেজা ওরফে রিপন। তাদের বয়স ১৬ থেকে ২৫-এর মধ্যে। অনেকের নামেই বিভিন্ন থানায় বিভিন্ন কেস রয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পুলিশ অভিযান শেষ করে চলে আসার পর মঙ্গলবার বেলা ১০টা সাড়ে ১০টায় ছাত্ররা একটি পিক-আপ ভ্যান (ঢাকা ন-৫৭২৭) আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়। ছাত্রদের অভিযোগ, সারোয়ারের গ্রুপ ভ্যানটি তাদের দুষ্কর্মের জন্যে ব্যবহার করতো।

মঙ্গলবারের অভিযানের সময় পুলিশ সন্দেহবশত ২০ জনকে গ্রেফতার করেছিল। পরে ৩ জনকে ছেড়ে দেয়া হয়। তারা ছিল ছাত্র। আসামীরা গোয়েন্দা পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।